সুশীল মজুমদার প্রোডাকসনের নিবেদন

রূপায়ণে

সন্ধ্যা রায়
বিশ্বজিৎ
পাহাড়ী সান্যাল
জহর গাঙ্গুলী
রবীন মজুমদার
অনুপকুমার
ভানু ব্যানার্জী
কানু বন্দ্যোঃ • অমর মল্লিক
শ্যাম লাহা
নৃপতি চ্যাটার্জী
অজিত চ্যাটার্জী
কৃষ্ণধন মুখার্জী
সুখেন দাস • রাম চৌধুরী
দিলীপ রায় • বীরেন চ্যাটার্জী
শীতল ব্যানার্জী • প্রীতি মজুমদার
নবদ্বীপ হালদার • উপমন্যু
তপন গুপ্ত • ধীরাজ দাস
ক্ষুদে • কৃষ্ণ সরকার
বুলু ভট্টাচার্য • বুবু
শশাঙ্ক • সুশীল দাস
রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়) • দীপিকা দাস
সুপ্রিয়া চ্যাটার্জী • আভা মণ্ডল
কুমারী গৌরী মজুমদার
সুরুচি মুখার্জী
আরতি • লীনা • আশালতা
কল্পনা ব্যানার্জী • চন্দন রায়

Released on 27th July 1961 (Thursday) at Uttara - Purobi - Ujjala.

এযুগের ছেলে সর্বেশ্বর। দেহ-মনে তরুণ; উদার হৃদয় ও বন্ধুবৎসল। কলকাতার সন্নিকটে শহরতলীতে তার পৈতৃক আবাস। আপন বলতে বেঁচে আছেন এক বিধবা পিসিমা। অকৃতদার সর্বেশ্বরের সংসারের তিনিই একমাত্র কর্ত্রী। সদ্য বি-কম পাশ যুবক-সর্বেশ্বর কলকাতার মেসে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটায়, তার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে। সেখানে সর্বেশ্বরকে ঘিরে গোড়ে উঠে একটি মধুচক্র। অবিবাহিত তরুণদের গুঞ্জনে মুখর এই মেসবাড়ীর একটি কক্ষে বসে 'বিবাহ-নিবারিনী সভা। সর্বেশ্বর তার সভাপতি।

বহু সমস্যা-কণ্টকিত এই সংসারে বিবাহটা যে জীবনের উন্নতি ও শান্তির পথে বাধা স্বরূপ সর্বেশ্বরের বক্তৃতা ও গানে তা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বংশবৃদ্ধির অনতিক্রম্য পরিনামের যুক্তি যে অখণ্ডনীয়, সভ্যেরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে! তাই নিজ নিজ কৌমার্য অক্ষুন্ন রাখতে কৃতসংকল্প যুবকদের দল সর্বেশ্বরের নেতৃত্বে এগিয়ে চলে, জীবনের লক্ষ্য পথে দৃষ্টি স্থির রেখে।

বিধাতা হাসেন অলক্ষ্যে। তার খেয়াল খেলা বুঝি শুরু হয় সর্বেশ্বরকে নিয়েই। রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও বংশমর্যাদায় সর্বাংশে বিবাহযোগ্য এহেন দুর্লভ পাত্র কতদিন মেয়ের বাপের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে?

সর্বেশ্বরের সামনে আজ দুস্তর বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে বনমালী—এহেন দেবদুর্লভ পাত্রটির হাতে তার প্রায় অরক্ষণীয়া কন্যাটিকে সমর্পন করবার আশায়। বনমালী শুধু আশাবাদী নয়; আপন শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাসী

চতুর ও নাছোড়বান্দা এই লোকটিকে ঠেকিয়ে রাখার প্রায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় সর্বেশ্বরের। বনমালীর লোকবল আছে; আছে বুদ্ধিবল; তার উপর সংকল্প-সিদ্ধির একান্ত বিশ্বাসে সে প্রায় বেপরোয়া। কোন যুক্তি কোন অজুহাতে নিষ্কৃতির পথ নেই সর্বেশ্বরের। একবার মেসের বাড়ী; একবার দেশের বাড়ী; সর্বত্রই ব্যাধের মত জাল বিস্তার করে বসে আছে বনমালী—শীকার যাতে কোন অবস্থাতেই হাত ছাড়া না হ'তে পারে।

বনমালী একদিন সর্বেশ্বরের সন্ধানে এসে প্রায় তাকে ধরে ফেলেছিল। সর্বেশ্বর আর উপায় না দেখে, উপস্থিত বুদ্ধির জোরে পালিয়ে গেল। কিন্তু বনমালী নিরাশ হবার পাত্রই নয়। সর্বেশ্বরের ভাবী শশুরত্বের দাবীতে এবং তার খরচায় বনমালী নিশ্চিন্ত আরামে পড়ে রইল সেই মেসবাড়ীতেই। কারণ বনমালী জানে সর্বেশ্বরকে একসময় ফিরে আসতেই হবে······

কিন্তু ফেরে না সর্বেশ্বর। এবার সে বেপরোয়া··

মেস থেকে কিছুদূরে অনেকগুলি রাস্তা ও ছোট ছোট অগুন্তি গলি পেরিয়ে সর্বেশ্বর এসে পড়ে সুশীলের সন্ধানে তার ব্যারাক-বাড়ীতে

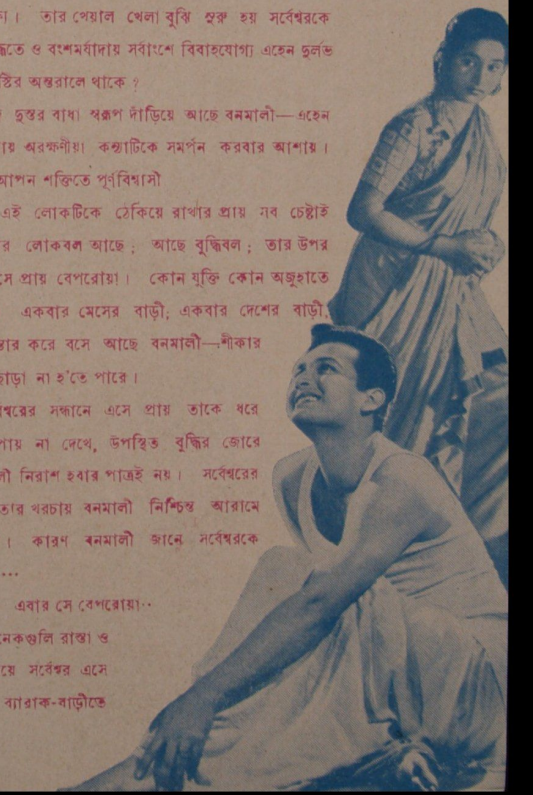

সাময়িক আশ্রয়ের আশায়। সেখানে এসে দেখতে পায়, নানা বয়সের নরনারী মিলে সেই ব্যারাক-বাড়ীর এক একটি ঘরে এক একটি পরিবার বাস করছে। এরা যে মানুষ এবং বাঁচার মত বাঁচতে গেলে যে আলো-বাতাস, আরু ও সহজ সাচ্ছন্দের দরকার হয়, হয়ত এতদিন সে কথা তারা ভুলেই গেছে। স্বল্পবিত্ত চাকুরীজীবি ও বেকার মানুষের দল অবস্থার দায়ে আজ যে কত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত, তারই ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে সর্বেশ্বরের চোখের সামনে।

সর্বত্র ভাড়াটে ভর্তি। বাস করবার উপযোগী ঘর কোথায়? তবু সর্বেশ্বর নিরাশ হয় না। সে স্থান কোরে নেয় সিঁড়ির পাশে একফালি খোলা বারান্দায়— যে খানে কয়লা রাখা হয় দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে গাদা কোরে।

ভগবানের বিরাট পৃথিবীর মধ্যে এ যেন একটি অদেখা রাজ্য। শহর কলকাতার বুকে মাথা গোঁজবার মত আশ্রয় অধিকাংশ ভদ্র সন্তানেরই এই। বহু ধাতের, বহু চরিত্রের নর-নারীর এই বিচিত্র মিছিলের সঙ্গে সর্বেশ্বর নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। দুদিনেই যেন সকলের মনের মানুষ হয়ে যায় সর্বেশ্বর। কী কৌশলে সর্বেশ্বর সকলকে বশ করে? ভাবতে অবাক লাগে!

এখানে মথুরা ও সুদখোর বামুনপিসি থেকে, পৌঢ় বেকার মহিমবাবু; তার ফুলের মত সুন্দর কিশোরী মেয়ে টেঁপী; ভাড়াটে শেতল ও মলয়; মাতাল ও রেসুড়ে কালীমোহন, তার উপেক্ষিত স্ত্রী ও পৌঢ়বাড়ীয়ালা পর্যন্ত সকলকেই আপন করে নেয় সর্বেশ্বর তার ঔদার্য ও পরোপকার বৃত্তিতে। সর্বেশ্বর মানুষ নয়···দেবতা, ব্যারাক-বাড়ীর প্রতিটি কক্ষে শোনা যায় তার গুঞ্জন·····

মেসে ফেরার পথ বন্ধ সর্বেশ্বরের। পলাতক সর্বেশ্বরের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় বনমালী সর্বক্ষণ ওৎপেতে বসে আছে। সন্ধান নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে দৃষ্টি সর্বেশ্বর তার অনিশ্চিত যাত্রা-পথে। এবার বনমালীর ভাইদের সতর্ক কৌশলে এগিয়ে সর্বেশ্বর প্রথমটা জলপথে এক মালবাহী নৌকায় ও পরে রেল পথে উধাও হয়ে যায়।

ভ্রাম্যমান সর্বেশ্বরের পলায়মান জীবনের এই অধ্যায় সংক্ষিপ্ত হলেও বৈচিত্রময়। দুঃখী মানুষের বেদনা তাকে পীড়িত করে; আর্ত মানুষের সেবায় সে নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে যায়। এইভাবে চলারপথে দুটি মানুষ ও একটি তরুণীর জীবনে সে স্পর্শ রেখে যায় তার স্বার্থশূন্য মানবিক উদারতায়।

জীবনে যার গতি আছে কিন্তু স্থিতি নেই, এমন মানুষ সর্বেশ্বর। তবুও রেলভ্রমণে আজ সে ক্লান্ত। তাই একদিন গ্রাম্যসংলগ্ন এক রেলষ্টেশনে নেমে পড়ে ক্ষুধার তাড়নায়।

সর্বেশ্বরের মত মিষ্টভাষী ও সৌম্যদর্শন মানুষটি অচেনা হলেও তার কষ্টে বিগলিত হয়ে তাকে সমাদরে নিয়ে আসে নিজের বাড়ীতে ময়রার দোকানের মালিক এক ভদ্র সন্তান। এর নাম বিপ্রদাস ভট্টাচার্য।

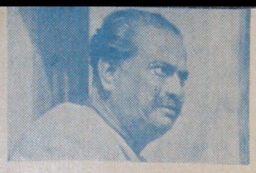

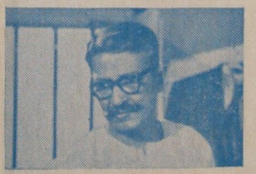
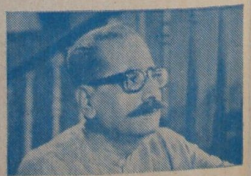

দরিদ্রের সংসার হলেও তার সর্বত্র ধরা পড়ে লক্ষ্মীশ্রী। সর্বেশ্বরমুগ্ধ হয় এক নিমেষেই। যেখানেই চোখ পড়ে, তার সহজ, অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন শুচিতায় দৃষ্টি প্রসন্ন হয়; মন ভরে ওঠে।

অকৃতদার বিপ্রদাসের সংসারে আছে একমাত্র ভগিনী বিবাহযোগ্যা। আর আছেন বিধবা মা। বোনটির হাতে পড়ে অতিথি সৎকারের ভার।

বিপ্রদাসের বোন, তরুনী পুঁটি। কোন সৌখীন নাম তার ভাগ্যে জোটেনি।

সর্বেশ্বরের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা! পল্লী-মালঞ্চের এ যেন এক অনাদৃত বনকুসুম। কোমল নয়; উগ্র। যেন একটি আগুণের ফুলকী! জিহ্বাটি তার ক্ষুরধার। প্রতিকথায় কশাঘাতে বিদ্ধ হ'তে থাকে সর্বেশ্বর। তবু সে অবাক হয় তার আচরণে। কই, আতিথ্যের দাবী মেটাতে মেয়েটি ত কোন ত্রুটি রাখছেনা···

শহুরে যুবকের চোখে পুঁটি যেন একটি জীবন্ত ব্যতিক্রম!

আজ পলায়মান জীবনের, বিধি—প্রেরিত এই যে সাময়িক আশ্রয় তার নিরাপত্তায়, এতদিন পরে সত্যই সর্বেশ্বর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়।

ধীরে ধীরে পুঁটির চোখের সামনে যেন সর্বেশ্বর বদলাতে থাকে! সে দেখতে পায়, গরীবের সংসারে ভার লাঘব করতে সর্বেশ্বর রোজ বেরিয়ে যায় রোজগারের সন্ধানে। হাটে-মাঠে সর্বত্র ঘোরে সর্বেশ্বর। বাড়ী ফেরে পকেট ভর্তি টাকানিয়ে। আপনভোলা সদা-আনন্দময় এ যুবক। তবু তার আত্মসম্মানবোধ ও বিচার-বিবেচনা মুগ্ধ করে তরুনী পুটিকে। তারিফ করেন তার দাদাটিও।

কৌমার্য ব্রতধারী যুবক সর্বেশ্বর আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বাস করে যে এতদিন ছিল নির্লিপ্ত—তার মনে আজ বার বার ধরা পড়ে কার মুখের প্রতিচ্ছবি? পল্লী-লক্ষ্মীর এই শান্ত মধুর পরিবেশে একটি তরুনীর প্রাণঢালা সেবা, যা সে নিত্য পাচ্ছে অযাচিত ভাবে, তার অন্তরালে যে অব্যক্ত প্রেম নিরবে প্রসারিতে হচ্ছে দিন দিন, তার অস্তিত সম্বন্ধে সর্বেশ্বর কী অবচেতন?

তবুও একদিন দেখা যায়, এই কঠিন মায়ার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সর্বেশ্বর বিদায় নেয় পুঁটি ও তার দাদার কাছ থেকে!

তারপর, দেশের বাড়ীতে যাবার পথে, কলকাতার মেসে পা দিয়ে সর্বেশ্বর আবিষ্কার করে বিবাহনিবারণী সভার সব সভ্যই একে একে বায়েল হয়েছেন। অবিবাহিত বলতে একমাত্র সর্বেশ্বরই বাকী। মায় ব্যারাক বাড়ার সেই কিশোরী টেঁপী—তারও বরাত ফিরেছে। ভাড়াটে মলয় তাকে বিয়ে করে আজ পুরো সংসারী।

তবুও দেখা যায়। বনমালীকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই সর্বেশ্বরের। তেমনি নিরুপায় সর্বেশ্বর পুটির কথা ভেবে।

জীবনের এই দ্বিমুখী সমস্যার মীমাংসা কীভাবে সম্ভব হ'ল 'কঠিন-মায়া' তারই পরিচয় বহন ক'রে আনবে·····

[এক]

জন্মেছিলাম বৃথাই এই পৃথিবীতে
ভগবান এ কেমন তোমার ঠাট্টা—
পৃথিবীতে পাঠিয়ে তুমি
খুব মেরেছ গাঁট্টা।
এমন ক'রে বেঁচে থাকার নেই তো কোন অর্থ—
বুঝলাম না বাঁচতে হ'লে বাঁচার কি যে শর্ত।
জীবনটা নয় রসগোল্লা, ও ভগবান—
যেন তেঁতুল জলের খাট্টা।
পৃথিবীতে পাঠিয়ে তুমি খুব মেরেছ গাঁট্টা।
এর ওপর বলছ বিয়ে করতে, তার চেয়ে তো অনেক ভাল, বলতে যদি মরতে।
বিয়ে করার নেই যে কোন যুক্তি, এত কবি ডি, এল, রায়ের উক্তি— ;
বিয়ের পরে পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা—
যমজগুলো মিলিয়ে নিয়ে চার বছরেই আটটা।
পৃথিবীতে পাঠিয়ে তুমি খুব মেরেছ গাঁট্টা।
প্রথম প্রথম গিন্নী-সতি ঘোমটাতে খুব লজ্জাবতী
আর দুদিন যেতেই আসল স্বরূপ বেরিয়ে যখন পড়বে—
ভেবেই তখন পাবে না বাঁচবে কিংবা মরবে !
যদি বৌ ঢিল ছোঁড়ে জলে কেন ডাকে গড়ের মাঠটা—
পৃথিবীতে পাঠিয়ে তুমি খুব মেরেছ গাঁট্টা।
ফাটিয়ে গলা বলবে যে বৌ স্পষ্ট—
আমার সোজা কথা, পারব না তো সইতে ও সব কষ্ট !
মানুষদের বিয়ে করাই চিরকালের অন্যায়
ঢের ভেসেছি প্রেম-পিরীতের বন্যায় ;
ভালোবাসার নাকি-কান্না ন্যাকামি আর সয়না,
চুরি ক'রেই দাওনা এনে শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না—
স্বামীর মাথার ঘাম নিয়ে তায়—
বৌ যে খেলে সাট্টা !

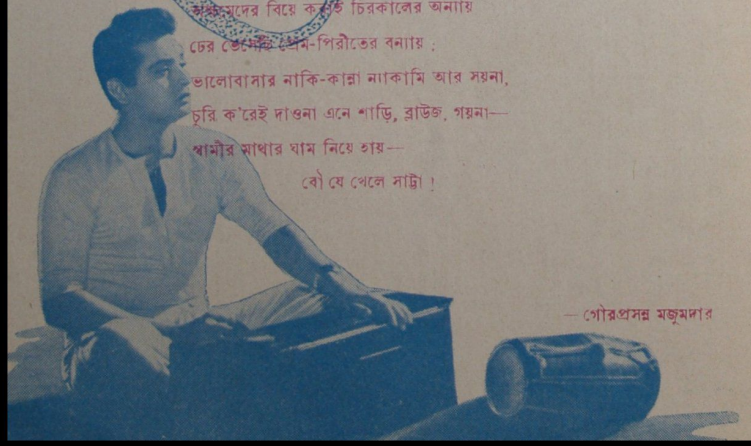

— গৌরপ্রসন্ন মজুমদার

[দুই]

আকাশ আমায় ডাক দিয়েছে
নতুন নিমন্ত্রণে—
বাতাস আমায় জড়িয়ে ধরে
প্রাণের আলিঙ্গনে।
ঘড় ছেড়ে আজ তাই—
আমি বাইরে পেলাম ঠাঁই ;
আমার মুগ্ধ হৃদয়, কণ্ঠ মিলায়
অলির গুঞ্জরণে।
আজ প্রাণের খুসি
গানের খেয়ায় পাল তোলে—
মোর সপ্ত-সুরের সপ্ত-ডিঙ্গা
তাই দোলে।
আমার মুক্তি ভরা দিন—
আজ তাই যে ভাবনা হীন ;
রাখাল ছেলে মন কেড়ে নেয়
বাঁশীর সম্ভাষণে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

[তিন]

শুক বলে সারি—
আমার রাধিকা জল নিতে ঘাটে যায়,
আহা, বাম চোখ তার সমনে নাচিছে—
ইতি-উতি ফিরে চায়॥
সারি বলে শুক—
কেন তোর রাধা চঞ্চল হ'ল আজি ?
তার শ্রবণে যে সুধা
ঢলিছে আমার শ্যামের মুরলীখানি,
সেই পিরীতির সুধা স্বপ্ন জাগায়
রাধার নয়ন ছায়॥
শুক বলে সারি—
জানি রে তোর শ্যামের মুরলী বাজে—
মোর রাধার কপাল লাল হ'য়ে ওঠে
কি জানি সে কোন লাজ॥
সারী বলে শুক—
যদি না বাজিত আমার শ্যামের বাঁশী,
তোর রাধার অধরে খেলিত কি তবে
বিজলী জড়ানো হাসি ?
বাজিত কি তবে মধুর নুপুর মাধব বঁধুর পায়—
রাধা জল নিতে ঘাটে যায়॥

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

[চার]

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দেও যে বেড়া, ফসলে তছরূপ হ'বে না,
সে যে মুক্ত কেশীর (মন যে আমার) শুক্ত বেড়া,
তার কাছেতে মন ঘেঁষে না॥
অদ্ধ অব্দ শতাব্দে বা বাজেয়াপ্ত হ'বে জান না
আছে একতারের মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেচ না।
ওরে একা যদি না পারিস রে মন
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

—সাধক রামপ্রসাদ

সুশীল মজুমদার প্রোডাকসন
নিবেদিত

কঠিন মায়া

কাহিনী • গজেন্দ্রকুমার মিত্র • চিত্রনাট্য • বিনয় চ্যাটার্জী
পরিচালনা • **সুশীল মজুমদার**
সুরারোপে • কালীপদ সেন • চলচ্চিত্রায়নে • বিমল মুখোপাধ্যায়
শব্দানুলেখনে • সুশীল সরকার • শুণঃ শব্দ যোজনায় • শ্যামসুন্দর ঘোষ
গীত-রচনায় • গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার • শিল্প-নির্দেশে • সুনীতি মিত্র • চিত্র-সম্পাদনায় • সুবোধ রায়
ব্যবস্থাপনায় • অনিল চ্যাটার্জী • প্রনয় দত্ত • রূপসজ্জায় • মদন পাঠক • স্থিরচিত্র-শিল্পে • এড্না লরেঞ্জ (প্রাঃ) লিঃ
প্রচার পরিচালনায় • সুধীরেন্দ্র সান্যাল
প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে • আর্টিষ্টস কনসার্ন • শিল্পী • সুধাকর দত্ত • কালী কর • পরিচয়-পত্র-অঙ্কনে • শচীন ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

পরিচালনা • নন্দী মজুমদার • সুশীল বিশ্বাস • নিত্যরঞ্জন কর • চিত্র-শিল্পে • দীপক দাস • অমূল্য দত্ত
শব্দানুলেখনে • অনিল নন্দন • শৈলেন পাল • সম্পাদনায় • গঙ্গাপদ বসু • শিল্প-নির্দেশে • সূর্য চ্যাটার্জী • বুদ্ধদেব বসু
রূপ-সজ্জায় • সত্যেন ঘোষ • শম্ভু দাস • সেট-নির্মানে • কালো দাস
আলোক-নিয়ন্ত্রনে • কেনারাম হালদার • কেষ্ট দাস • ব্রজেন দাস • মঙ্গল সিং • কালীচরণ
রামখেলন • জগন ভগৎ

কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (আশান নগর) • রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (আশান নগর) • রাজকৃষ্ণ সাঁতরা (আশান নগর)
গয়ারাম মোদক (আশান নগর) • কিরণ বিশ্বাস (আশান নগর) • সুকুমার ঘোষ (আশান নগর)
অঘোর চন্দ্র পাটনী (আশান নগর) • ফটিক চন্দ্র বিশ্বাস (ভীমপুর)
শ্রী রূপকুমার সিং (ইস্টার্ণ নেভিগেশান কোং প্রাঃ লিঃ)

নেপথ্য সংগীতারোপে

শ্যামল মিত্র • দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় • মৃণাল চক্রবর্তী • নির্মলা মিশ্র

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
রীভস 'শব্দ' ধারক-যন্ত্রে বাণী-বদ্ধ
চিত্র-পরিস্ফুটনে • ইউনাইটেড সিনে লেঃ • অতিরিক্ত বাণী-আরোপে • ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেঃ

ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের প্রচার বিভাগ হইতে সুধীরেন্দ্র সান্যাল
কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত • পুস্তিকা অলঙ্করণে • আর্টিষ্টস কনসার্ন কলিঃ ৪

মুদ্রণ-শিল্পে • জুবিলী প্রেস কলিকাতা-১৩